দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 05 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ...

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে পাবলিক ভার্সিটি শিক্ষকদের কাল আনুষ্ঠানিক আলোচনা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ পে-স্কেল ইস্যুতে সরকারী কলেজের শিক্ষকদের বঞ্চিত হওয়ার তথ্য দিয়ে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরল বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সবচেয়ে বড় জোট ২৪তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ফোরাম। রবিবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে সাক্ষাত করে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাত দফা দাবি পেশ করেছেন। এদিকে আগামীকাল

পরদিন বসছেন বিসিএস শিক্ষা সমিতির সঙ্গে

(৪ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বেলা তিনটায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকে বসবেন। পরদিন একই সময়ে মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসবে বিসিএস শিক্ষা সমিতি।

সরকারী কলেজ ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পৃথক বেতন কাঠামোসহ কয়েকটি দাবিতে গত প্রায় চার মাস ধরে আন্দোলন করছেন। এর মধ্যে গত ৪ সেপ্টেম্বর সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেল বাদ দিয়ে অষ্টম বেতন-স্কেল অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। এরপর শিক্ষকদের আন্দোলন আরও জোরদার হয়। তখন থেকে শিক্ষকরা কর্মবিরতিসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে আসছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষাও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। এ অবস্থায় রবিবার মন্ত্রণালয়ে একাধিক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের কথা তুলে ধরে বলেছেন, বেতন-স্কেল নিয়ে সরকারী কলেজ ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। সকালে প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকদের সঙ্গে এক বৈঠকের শুরুতে শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে কথা বলেন মন্ত্রী। বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী এসএসসি ও এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষা কম সময়ে নেয়া যায় কিনা, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সম্ভব হলে স্বল্প সময়ে পরীক্ষা শেষ করার চিন্তাভাবনা আছে বলে জানান মন্ত্রী। এরপর ২৪তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ফোরামের সভাপতি এনামুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক মনিরুল আলম মাসুমের নেতৃত্বে ৩১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসে। এ সময় সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন- নুরুল হক, এ কে এম মাসুদ, মোঃ জাকির হোসেন, শফিকুল ইসলাম, সৈয়দ গোস্তাফিজুর রহমান লিখন, আহসান হাবিবসহ আরও অনেকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ঘোষিত জাতীয় বেতন-স্কেলে সিলেকশন গ্রেড/টাইম-স্কেল রহিত করায় ২৪ ব্যাচের ১ দিনের জন্য (১ জুলাই ২০১৫ তরিখ) সিলেকশন গ্রেড বঞ্চিত হওয়াসহ, আন্তঃক্যাডার বেতন বৈষম্য ও পদানমনের ফলে সৃষ্ট মর্যাদার সঙ্কট এবং বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের বিদ্যমান অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈষম্য নিরসনে নেতৃবৃন্দ মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। একই সঙ্গে তারা বলেন, জাতীয় বেতন-স্কেল বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের বিদ্যমান সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করেছে। তবে তা যৌক্তিক পন্থায় নিরসনের জন্যও শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

শিক্ষকরা শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, অষ্টম জাতীয় পে-স্কেল ঘোষণা করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আপনার মাধ্যমে আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন, শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এই পে-স্কেল ঘোষণা করায় যারপরনাই আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। তবে পে-স্কেল যেমন আমাদের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গিয়েছে, তেমনি কিছু হতাশাও তৈরি করেছে। আমরা অবগত হয়েছি- অষ্টম জাতীয় পে-স্কেলে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেল ব্যবস্থাটি পূর্বের ন্যায় আর বলবত থাকছে না। আর এ বিষয়টি বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর মতো শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যদেরও হতাশায় নিমজ্জিত করেছে।

শিক্ষকদের সমস্যার কথা তুলে ধরার পর শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার শিক্ষক সমাজের মর্যাদার বিষয়টিকে সব সময়ই প্রাধান্য দেয়, এখনও দিচ্ছে। শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে আমরা আন্তরিক। কিভাবে বিষয়টির সুন্দর সমাধান করা যায়, তা নিয়ে আমরা কাজ করছি।

এদিকে পে-স্কেল ইস্যুতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আগামীকাল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকে বসছেন। এ দিন বেলা তিনটায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। পৃথক বেতন কাঠামো ও অষ্টম বেতন-স্কেলে গ্রেড সমস্যা নিরসনের বিষয় নিয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গেল শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক সমিতির জোট বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের শীর্ষ নেতারা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে তার সরকারী বাসায় সাক্ষাত করেন। সেখানেই আগামীকালের বৈঠকের সময় চূড়ান্ত করা হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার ফেডারেশনের পক্ষ থেকে মন্ত্রীর সাক্ষাতের সময় চেয়ে চিঠি দেয়া হয়েছিল।

এ বিষয়ে ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামাল জানান, ৬ অক্টোবর সকালে তারা ফেডারেশনের সভা করে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করবেন। এরপর বেলা তিনটায় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন। ওই বৈঠকের আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনে ওই দিনই ফেডারেশনের আরেকটি জরুরী সভা করে আন্দোলনসহ পরবর্তী কর্মকৌশল ঘোষণা করা হতে পারে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগামী বুধবারও বেলা তিনটায় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষকদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারদের সংগঠন বিসিএস শিক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে এ দিন বৈঠক করে আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি-দাওয়া ও সঙ্কট সমাধানের পন্থা তুলে ধরা হবে।